রেডিও মেঘনা

মেঘনা বুলেটিন ফেব্রুয়ারি ২০২৩: সংখ্যা: ৫৮

আমাদের উদ্দেশ্য

রেডিও মেঘনা (উপকূলের কণ্ঠস্বর) কোস্ট ট্রাস্ট এর একটি কমিউনিটি রেডিও। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রান্তিক মানুষের জীবণ-মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এটি উপকূলীয় দ্বীপ ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে। রেডিও মেঘনা বৈধ অধিকারের দাবি, সমাজে বৈষম্য দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকবেলা ও পরিবেশ সুরক্ষা, মৎস্য, কৃষি, লিঙ্গীয় সমতা ও শিক্ষাখাতে সামাজিক, সংস্কৃতিক ও গ্রামীণ উন্নয়নে উৎসাহী করা এবং জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র কণ্ঠস্বর বাড়াতে কাজ করে।

/radiomeghna99.0 radiomeghna.net

চাকরি না করে প্রয়োজনীয় বহুমুখী খামার দিয়ে চরফ্যাসনের পিংকি এখন সফল নারী উদ্যোক্তা

বর্তমানে শিক্ষিত নারীরা চাকরির পেছনে না ছুটে স্বপ্ন পুজিঁতে সফলতার লক্ষ্যে কৃষিসহ বহুমুখী খামারের দিকে ঝুঁকছে। তেমনি একজন শিক্ষিত নারী উদ্যোক্তা চরফ্যাসন উপজেলার আবুবক্করপুর ইউনিয়নের পিংকি আক্তার। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের উৎসাহ আর উদ্যোগে বহুমূখী প্রয়োজনীয় খামার গড়ে তোলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশপাশি তৈরী করেছেন অন্যের কর্মস্থানও। তার এই সাফল্য দেখে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন অনেকেই।

সরেজমিনে গিয়ে পিংকির সাথে আলাপ কালে তিনি বলেন, তার সফলতার গল্প, ছোটবেলা থেকেই শখ ছিলো অন্যের চাকরি না করে নিজে কিছু করার। তবে দশম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় বাল্যবিবাহের শিকার হন তিনি। তবুও থেমে থাকেনি তার লেখাপড়া। নিজের একান্ত প্রচেষ্টায় উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ছোট বেলার সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দিতে সন্তান আর স্বামীর সংসার সামাল দিয়ে ২০১৭ সালে পৈত্রিক সম্পত্তি ১৮৫শতক জমিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় পন্যের কথা মাথায় রেখেই গড়ে তোলে বহুমূখী খামার। যে খামাটির নাম দেওয়া হয় পিংকির প্রয়োজনে আয়োজন খামার।

তিনিও লেখপড়া শেষে চাকরির জন্য ১০ লক্ষ টাকা পুজিঁ করেন। তবে সেই টাকা দিয়ে চাকরি না করে নিজে কিছু করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে শুরু করেছেন তার এই খামারটি। যেখানে রয়েছে দেশি-বিদেশি তিন জাতের মুরগিরসহ হাঁসের খামার, গরু-ছাগল, ভেড়ার খামার, তিনটি পুকুরে বিভিন্ন ধরনের মাছের খামার, পুকুরের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছসহ কিছু সবজি। এছাড়া নিজের প্রয়োজনে শখের বসে পালন করছেন কবুতর, খরগোস, কুকুর, বেড়াল। তার এই প্রয়োজনীয় খামারের পেছনে প্রতিমাসে ৩০-৩৫ লাখ টাকা খরচ হয়। এর থেকে মুলধন সহ প্রায় ৩৭-৩৮ লাখ টাকা আসে। মূলত মোট দেড় থেকে দুই লাখ টাকা আয় হয় বলে জানান তিনি।

পিংকি শুধু খামার দিয়েই সিমাবদ্ধ ছিলেন না চরফ্যাসনের দুটি বাজারে ডাচ বাংলা এজেন্ট ব্যাংক স্থাপন করেছেন। দশ লাখ টাকা পুঁজিতে তিনি এখন বর্তমানে প্রায় ৪-৫ কোটি টাকার মালিক। তার খামারের পাশপাশি দুটি ব্যাংকেও বর্তমানে কিছু বেকার যুবকদেরও আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতের কথা চিন্ত করে একটি প্রয়োজনীয় শফ ও বড় আকারে হাসঁ ও মাছের খামার গড়ে তুলবেন বলে জানান তিনি।

সাক্ষাৎকারে মৌসুমী; ছবি ধারণে তাসপিয়া; স্থান আবুবক্করপুর; তারিখ ০৫ জানুয়ারি ২০২৩

রেডিও মেঘনার বিনোদনের পাশাপাশি তথ্য পেয়ে খুশি চরফ্যাসনের মিশু

সাক্ষাৎকারে নিশি; ছবি ধারণে খাদিজা; স্থান পৌর ৪ ওয়ার্ড; তারিখ ১২ জানুয়ারি ২০২৩

পছন্দের গানের আয়োজন থেকেই রেডিও মেঘনা শোনার অভ্যাস হয় চরফ্যাসন ৪নং ওয়ার্ডের মিশুর। এ কথা এখন থেকে চার বছর আগের। মিশু তখন চরফ্যাসন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেনীর শিক্ষার্থী। ছোট কাকিকে দেখতেন ফোনে রেডিও মেঘনার অনুষ্ঠান শুনেন কৌতুহল নিয়ে জিঙ্গেস করেন কি শুনছেন এবং কিভাবে শুনছেন। সেদিন মিশুর ছোট কাকি তাকে শিখিয়ে দেন রেডিও মেঘনার অনুষ্ঠান শোনার নিয়ম। সেই থেকেই তিনি রেডিও মেঘনার একজন নিয়মিত শ্রোতা। বর্তমানে দশম শ্রেনীতে পড়াশুনা করছেন। তবে ভালো লাগার জায়গা যেন সেদিনের মতো একই আছে। পছন্দের অনুষ্ঠানের কথা জানতে চাইলে মুচকি হেসে বলেন কিশোর কিশোরী অনুষ্ঠান তার অনেক ভালো লাগে তবে এখন আরও একটি অনুষ্ঠান যুক্ত হয়েছে সেই তালিকায়। মিশু বলেন কিছুদিন পর আমাদের ঘরে নতুন অতিথীর আগমন হবে আমি রেডিওতে গর্ভকালীন মায়ের যত্ন নিয়ে যে তথ্যই পাই সেগুলো আমার মাকে বলি। এখন মা ও আমার সাথে রেডিও শোনেন মাঝে মাঝে। শিশু জন্মের পর নাড় কাটার নিয়ম, তারাতাড়ি গর্ভফুল পরার জন্য করণীয় বিষয় জেনে উপকৃত হয়েছেন বলে জানান তারা। মিশুর মা বলেন আমার মেয়ের বেলায় অনেক কিছুই না জেনে ইচ্ছেমত মতো করেছি যেগুলো শিশুর যত্ন ঝুঁকিপূর্ন, এখন থেকে আমি ডাক্তারি পরামর্শ মেনে চলছি। রেডিও মেঘনা থেকে তাদের প্রত্যাশা নবজাতকের যত্ন বিষয়ক আরও বেশি তথ্য জানা।

হলুদের স্বাস্থ্যকর গুন সম্পর্কে সর্তক মারুফা

রুপচর্চায় হলুদের ব্যবহার হয় এটা অনেকেই জানে। ব্যবহারের নিয়ম না জানার কারনের ব্যবহার করা হয়ে ওঠে না অনেকেই। একই সাথে জানে না হলুদের স্বাস্থ্যকর গুনাগুন সম্পর্কেও।

চরফ্যাসনের দক্ষিনশিবা এলাকার মারুপা (১৪) বলেন, আমি জানতাম হলুদ মুখে ব্যবহার করে কিন্তু নিয়ম জানা ছিলনা। পরে রেডিও থেকে শুনলাম হলুদ ব্যবহারের নিয়ম। সেই নিয়ম অনুযায়ী মুখে এবং হাতে হলুদের সাথে আরো কিছু উপাদান মিশিয়ে ব্যবহার করি। আমার মুখের ত্বক তৈলাক্ত, তাই হলুদ ব্যবহারের পর থেকে কিছুটা উপকার পেয়েছি। এছাড়াও হলুদ খাওয়ার ফলে বাত ব্যাথা কমে, এটা জেনে আমার মাকে বলেছি। আমার মা সেই ভাবে হলুদ খাচ্ছেন বেশ অনেক দিন। এরই সাথে আরো কিছু বিষয় সর্তক আছেন যেমন, দীর্ঘক্ষন একই স্থানে বসে কাজ না করা এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু হাঁটা-চলা করা। এই সব বিষয় গুলো মানার পর থেকে এখন কিছুটা ব্যাথা কমেছে।

আরো একটি বিষয় জেনেছি যা কখনোই জানতাম না। যেমন-হলুদ দীর্ঘ সময় রান্না করলে পুষ্টিগুন নষ্ট হয়ে যায়। এই সব বিষয় গুলো নাটকীয় ভাবে রেডিওতে প্রচার হয় বলে, বুঝতে খুত সহজ হয়। সব বিষয়ই মানার চেষ্টা করি প্রতিদিনই। ধন্যবাদ রেডিও মেঘনাকে।

সাক্ষাৎকারে-ফারিহা; ছবি তুলেছেন-ফাতেমা; স্থান-দক্ষিনশিবা
তারিখ-১৫জানয়ারি ২০২৩

রেডিও শ্রোতা মতামত

- পিএসএ শুনে চুলার আগুনের বিষয় সর্তক থাকেন সব সময়।
- নারী নিযার্তন সম্পর্কে অনুষ্ঠান শুনে চায়।
- রেডিওর অনুষ্ঠান থেকে শুনে শিশুর যত্নে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছি।
- আইনি সহায়তার হেল্পলাইন শুনে লিখে রেখেছি, যাতে লাগলে প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারি।

যোগাযোগ:
উম্মে নিশি, সহকারি স্টেশন ম্যানেজার, রেডিও মেঘনা। ফোন: ০১৭০৮ ১২০৩৯০
ই-মেইল: nishi.meghna@coastbd.net কুলসুমবাগ, চরফ্যাসন, ভোলা।